দর্শনায় শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামাতের হত্যা ষড়যন্ত্র অগ্নিসন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ও বঙ্গবন্ধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে দর্শনা রেলবাজার বঙ্গবন্ধু চত্বরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দর্শনা পৌর শাখার আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে এ সভা সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

এ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য উন্নয়নের রুপকার হাজী আলী আজগার টগর। তিনি বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারা দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। রাস্তা ঘাট মসজিদ মাদ্রাসা মন্দিরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্টানের উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক হারে।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গোটাবিশ্বে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকারের উন্নয়ন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বিরোধী দল। তাই তারা অহেতুক অরাজগতা সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচালের পায়তারায় মেতেছে। বিরোধী দলের অপকর্মকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে হবে।আসুন সবাই এককাতারে দাঁড়িয়ে রুখে দিই জামাত বিএনপির অপকর্মকে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ। তাই আসুন উন্নয়নের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে শেখ হাসিনা সরকার গঠনে আবারো নৌকায় ভোট দিন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম মর্তুজা, দামুড়হুদা উপজেলার আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, আওয়ামীলীগ নেতা শফিকুল আলম, আবু সাঈদ খোকন, দাউদ আলী, জয়নাল আবেদীন নফর, বিল্লাল হোসেন, মোজাহারুল ইসলাম, মমিনুল ইসলাম, কেরুজ শ্রমিক নেতা ফিরোজ

আহম্মেদ সবুজ, সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক এডি এম শেখ সাহাব উদ্দীন, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, যুবলীগনেতা মামুন শাহ, আশরাফুল আলম, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফ মল্লিক, সাধারন সম্পাদক রিংকু, দর্শনা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম ববি, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ সাধারন সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ।

ঝিনাইদহ ছাত্রলীগের সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীকে আটকে রেখে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহে তরুণ-তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক কে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িকে মারধর, মোবাইল ছিনতাই ও আটকিয়ে রেখে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেনের বিরুদ্ধে।

গত ৬ অক্টোবর এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে বলে জানান ভুক্তভোগী রড ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান। আসাদুজ্জামান ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসুন্দি ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন শ্রমিকলীগের সভাপতি। ঘটনার বিবরণীতে জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের ঘোড়ামারা গ্রামের সোহেল রানা’র কন্যা দীঘি’র সাথে ফেইসবুকের মাধ্যমে শেরপুর জেলার বাবু নামে এক তরুনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। গত ছয় মাস আগে এই সম্পর্ক চলাকালীন বাবু নানান ভাবে দীঘি’র নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা বিকাশের মাধ্যমে নেয় বলে জানান, দীঘি’র বাবা সোহেল রানা। সম্পর্কের এক পর্যায়ে বিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাবু ঝিনাইদহে তরুণী দীঘির বাড়ি আসতে চাই এবং গত ৫ অক্টোবর বাবু ঝিনাইদহে দীঘির বাড়িতে আসে। দীঘির বাড়িতে আসার পর দীঘির বাবা তাৎক্ষণিক বাবুর কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে বাবুর বাবা- মায়ের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনা খুলে বলেন এবং তাদের ঝিনাইদহে আসতে বলেন।

বাবুর বাবা পরদিন ৬অক্টোবর শুক্রবার ঝিনাইদহে আসতে চান। সসময় বাবুর পরিবার কে ঝিনাইদহ বাসটার্মিনালে আনতে দীঘির বাবা ও তার

পূর্ব পরিচিত ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান কে ফোন করে সোহেল রানা তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। এসময় ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান তার দোকান বন্ধ করে সোহেল রানা’র সাথে ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল আসেন। আসাদুজ্জামান ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করার পর ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন সহ অজ্ঞাতনামা আরও ১৪/১৫ জন আচমকা সোহেল রানা ও আসাদুজ্জামান কে প্রকাশ্যে মারধর শুরু করেন এবং তাদের কাছে থাকা মোবাইল ও আসাদুজ্জামানের কাছে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন।

ঘটনার সময় বাবুর বাবা উপস্থিত ছিলেন বলে ভুক্তভোগীরা জানান। ছাত্রলীগ সভাপতি সজিব আসাদুজ্জামান কে উদ্দেশ্য করে বলে তোরা ঐ ছেলেকে আটকিয়ে রেখেছিস এতো বড় সাহস। ঐ ছেলেকে নিয়ে আয় না হলে শেষ করে দেবো। পরিস্থিতি সমাধানের করার জন্য আসাদুজ্জামান ফোন ফেরত নিয়ে পোড়াহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা মমিন কে ফোন দিয়ে ঘটনাস্থলে আসতে বলেন। মমিন ঘটনাস্থলে আসার সঙ্গে সঙ্গে মমিনকেও মারধর করা হয় বলে মমিন জানান। মারধরের এক পর্যায়ে প্রেমিক বাবুকে বাড়ি থেকে এনে এবং সজিব কে আরো ২০ হাজার টাকা দিয়ে তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এছাড়া পরদিন ঝিনাইদহ সদর থানায় ছাত্রলীগ সভাপতি সজিব সহ অজ্ঞাত নামা আরো একাধিক ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে পোড়াহাটি যুবলীগ নেতা মমিন বলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিরন ভাইয়ের সমর্থক। হিরন ভাই এই বিষয়টি নিয়ে আমাকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন তাই আমি বাদী হয়নি। আর ঝামেলার জন্য সোহেল রানাকে বাদী হতে নিষেধ করেছি। যেহেতু আমরা তিন জনই ভুক্তভোগী তাই আমাদের পক্ষে আসাদুজ্জামান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। আমরা তিন জনই দীর্ঘদিনের ব্যবসায়ী। তিনি আরো বলেন সজিবের বাড়ি শৈলকূপা উপজেলায়। তিনি ছাত্রলীগ সভাপতি হয়েও আমাদের পরিচয় দেওয়ার পরেও তার বিন্দু পরিমাণ সহানুভূতি পায়নি।

এঘটনায় আমাদের সাথে তার হিংস্র আচরণের প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্রলীগ নেতার কাছে এমন আচরণ আশা করা যায় না। এছাড়া সজিবের বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ, ঠিকাদারদের জিম্মি করে জোর করে সিডিউল দরপত্র কেনা বেচা, ঠিকাদারী, শালিস বাণিজ্যসহ দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে অশোভন আচরণ তার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এসব ঘটনার একাধিক ভিডিও অডিও ফাসঁ হওয়ার ফলে তা এখন টক অফদা টাউনে পরিনত হয়েছে। সাধারণ ছাত্র ও দলের নেতা কর্মীরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। নাম

প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ছাত্র নেতারা জানান ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই (এমপি)’র মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সজিব এধরণের কাজ কাম হর হামেসায় করতে থাকে। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা’র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত চলছে। অভিযোগ প্রমানিত হলে সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপরাধ করে পার পাওয়ার সুযোগ নেই।

চাঁদাবাজির অভিযোগের ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন জানান, আমি চাদাঁবাজির ব্যাপারে কিছুই জানিনা, আপনাদের মাধ্যমে শুনছি থানায় অভিযোগ হয়েছে, কেন অভিযোগ করা হয়েছে তাও আমি জানিনা, পুলিশ জানালে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্ঠা করবো।

মেহেরপুরে সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নানের গনসংযোগ

স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে,বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরনের পথে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ আগামীর পথে বিস্ব মানচিত্রে অভিভূত সাফল্য তুলে ধরতে সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান গণসংযোগ করেন।

আজ মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) মেহেরপুর সদর উপজেলার রায়পুর,কোলা,দফরপুর, চাঁদবীল ও ময়ামারীতে গণসংযোগ করেন তিনি।

সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে গনসংযোগকালে খালেদুজ্জামান খাঁন ডালিম,হুমায়ূন কবির বাবু, সাজেদুর রহমান সাজু, মির্জা গালিব উজ্জ্বল,মিরাজুল ইসলাম, সেলিম রেজা,শেরেফুল ইসলাম,রকিবুল ইসলাম বাবু, নয়ন আহামেদ, মিঠু, রবিউল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন রাজু,আব্বাস উদ্দিন,শেখ কায়সার হামিদ বুলবুল,ইকবাল হোসেন,আসাব উদ্দিন,মতিয়ার, বকুল আহামেদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দেখা সাক্ষাৎ শুরু হচ্ছে বিএনপি জামায়াতের?

আবারও দেখা সাক্ষাৎ শুরু হচ্ছে বিএনপি জামায়াতের। যার শুরুটা হলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়াকে দেখতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির রীতিমত তোপ দাগলেন সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি দাবি জানালেন খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর। যদিও বিএনপি-জামায়াতের দেখা সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এটেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা।

চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরসহ ৫ নেতা। খালেদার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়া শেষে সেখান থেকে বের হন দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে। এ সময় উপন্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল, উত্তরের আমির আব্দুর রহমান মুসা, সহকারী সেক্রেটারি ডা.ফখরুদ্দিন মানিক, প্রচার সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার।

এদিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ঝুঁকির মধ্যে আছেন বলে জানায় মেডিকেল বোর্ড। সোমবার বোর্ডের সদস্যরা আরও জানান, দেশের চিকিৎসা দিয়ে আর বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

সংবাদ সম্মেলনের পরের দিনেই পুরোনো বন্ধু জামায়াত হাসপাতালে সাক্ষাতে যাওয়া নিয়ে চলছে আলোচনা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বলে রাজনীতির অঙ্গনে বেশ কয়েকদিন ধরে গুঞ্জন চলছে। যদিও এ বিষয়ে বিএনপি কিংবা জামায়াতের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। ফলে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যকার সম্পর্ক আসলেই ছিন্ন হয়ছে নাকি কৌশল সে বিষয়টি সামনে চলে আসছে। যেহেতু সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে কোনো দলই এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি তাই সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারটি নিয়ে এখনই বলার মতো সময় আসেনি।

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের জানান, বিএনপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। তাকে দ্রুত দেশের বাইরে পাঠানোর দাবিও করেন তিনি। বিএনপির সাথে জামায়াতের ঘনিষ্টতা আরও বেড়েছে কি না এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি দলটির আমির। যদিও গত জুনে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সমাবেশে বলেছিলেন ‘বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের জোট এখন আর কার্যকর নেই, কিন্তু আমরা সরকারবিরোধী আন্দোলনে আছি।’দীর্ঘদিন পরে তারা রাজনৈতিক সহযোদ্ধার খোঁজে নিতে গেছে জামায়াত নেতারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, উনি শুনেছেন। এছাড়া এবিষয়ে কোন তথ্য তার কাছে নেই।

জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক সবসময়েই ছিলো উল্লেখ করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘ওরা কৌশলগতকারণে সম্পর্কহীনতার কথা বলে। তারা ভোটের আগে শক্তি দেখাতে এবং জনমানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে দৃশ্যমানতা তৈরি করতে চাইবে। তবে এই দেশের জনগণ আর তাদের গ্রহণ করবে না।’

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে বিএনপি নেতা আবদুল্লাহর মতবিনিময়

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক ভিপি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন।

বিএনপি’র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে চলমান এক দফা আন্দোলন বাস্তবায়ন ও আগামী দিনে গাংনীর সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন তিনি।

মেহেরপুর লা-ভোগ রেস্টুরেন্টে গতকাল সোমবার দুপুরে আয়োজিত এই মতবিনিময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মুরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খোকন ও সাবেক সহসভাপতি আব্দুস সালাম।

এসময় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র নেতৃত্বে দেশে উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে অনুষ্ঠিত শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের মানব উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক এ এম এস ইমন, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগ যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলী ইয়াসমিন প্রমুখ।

এর আগে আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে একটি বিশাল মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা যোগ দেয়।

শান্তি সমাবেশে ইয়ারুল ইসলাম বলেন, কাধে কাধ মিলিয়ে সকলকে ঔক্যবদ্ধ ভাবে সকল বিএনপি জামায়াতের ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

গোলাম রসুল বলেন, কয়দিন আগে আমাদের বলা হয়েছে আমরা নাকি নৌকায় ভোট দিইনি, আমাদের নাকি মেরুদণ্ড ভাঙা।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, গত ইউনিয়ন নির্বাচনে চারটি ইউনিয়নকেই ষড়যন্ত্র করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ষড়যন্ত্রকারীদের যদি আবার মনোনয়ন দেয়া হয় তাহলে ওই নৌকায় আমি চড়বো না। তাই আগামী নির্বাচনে আমি পরিবর্তন চাই। যদি নিবেদিত কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয় তাহলে আমার জীবন দিয়ে নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনবো।

মিয়াজান আলী বলেন, আমি যখন জেলা পরিষদে ভোট করি, শেথ হাসিনা নমিনেশন দেয় তখন যারা নিজেদের আওয়ামী লীগ বলে দাবী করেন ওই ফরহাদ হোসেন, খালেক, বাবলু বিশ্বাস, আমাম হোসেন মিলু জেলা পরিষদে আমার বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াতের হত্যা ষড়যন্ত্র অগ্নিসন্ত্রাস- নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ।

সোমবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া

সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের
নেতৃত্ব চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কার্যালয় হতে বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়। র্যালিটি চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে শহীদ হাসান চত্বরে পৌঁছালে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। তলা বিহীন ঝুঁড়ি থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশের রুপ নিয়েছে আজকের বাংলাদেশ। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ ব্যাপক ভাবে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে দেশ।দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।বাস্তহারা মানুষকে বসতিতে পূর্ণবাসন করেছে।দেশের যেকোনো স্তরের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার।

কিন্তু বিএনপি জামায়াত সরকার আবারো এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে চাই। তারা ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে।বিএনপি জামায়াত ক্ষমতায় থেকে হাওয়া ভবন বানিয়ে লুটতরাজ করে হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। বিদেশে পাচার করেছে। ছাত্র সমাজের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করেছিলেন। দেশের অশান্তির সৃষ্টি করেছিলেন এই বিএনপি-জামায়াত দেশের শত্রু। তারা স্বাধীনতার শত্রু। একাত্তরে তারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি। জিয়াউর রহমান সেই পরাজিত শক্তিকে, স্বাধীনতার শত্রু জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের গাড়িতে এই স্বাধীন দেশের জাতীয় পতাকা উড়েছিল। এরা যখনই আবার ক্ষমতায় আসবে তখনই বাংলাদেশের মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ হবে, জঙ্গি হামলার শিকার হবে। বাংলাদেশের মানুষ বিপথগামী হবে। অতএব তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া যাবেনা।

যারা বিএনপি জামায়াত দলকে সমর্থন করে তারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। যে দলের নেতৃত্বে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে সে দলকে বর্তমান নেতৃত্ব দিচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

এ সময় তিনি আরও বলেন, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়তে, উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নাই। স্মার্ট বাংলাদেশ ও শেখা হাসিনার স্বপ্ন পূরণ এবং বিনির্মাণে

যুবলীগ কাজ করে যাবে। বিএনপি-জামায়াত যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন শেখ হাসিনার পাশে থেকে সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙা জবাব দিবে যুবলীগ। আগামী নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে বঙ্গবন্ধুকন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনাকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করেই ঘরে ফিরবে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ।

হাফিজুর রহমান হাপুর সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু, শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে আরও বক্তব্য প্রদান করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু,জেলা যুবলীগ সদস্য আজাদ আলী, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পিরু মিয়া, হাসানুল ইসলাম পলেন, জুয়েল জোয়ার্দ্দার, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ সানিউল শেখ সুইট, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শেখ রাসেল, দিপু বিশ্বাস।

আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর ৫নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলিম, সাধারণ সম্পাদক শেখ মিঠু,সহ-সভাপতি জুয়েল, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসেন, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ফিরোজ,জাকির, আরও উপস্থিত ছিলেন, তানভীর রেজা টুটুল, রনি,শাওন রেজা কবীর, হাসান, সজল, লিপটন, রকি, সান, টিপু, সুমন, রাসেল, তিব্বত, ফিরোজ, তারিক, সজীব, করিম, হাসিব, রাজন, বক্কর, রমজান, সবুজ, রাকিব, গিয়াস, আমান, রুবেল, ফাহাদ, রাশিদুল, নয়ন, দিপু, রনি, জনি, মিন্টু, শফিক, বক্কর, রাসেল, শাকিব, বিপুল, পিয়াস, বাচ্চু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা উপ-সম্পাদক শেখ আনোয়ার, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান ফেরদৌস, মিলন, টিলু, শাহীন, তানজির।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন

আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স এ পর্যটন মটেল হল রুমে এই বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক এ্যাড: ইব্রাহিম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বর্ধিত সভায় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাবুল মল্লিক,রকিবউদ্দীন,সিবাস্তিন মল্লিক, আফরোজা রোজ, মাবিয়া খাতুন এবং মরিয়ম খাতুন সহ ৯টি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা কর্মী ও সমর্থক বৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবীতে মিছিলে মিছিলে উত্তাল ছিল ঝিনাইদহ।

গত ১৫ বছরের মধ্যে আজ সোমবার (৯ অক্টোবর) ছিল ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সবচে বড় শোডাউন। এক দফার দাবী আদায়ে হাজারো বিএনপি

নেতাকর্মী জেলার ৬ উপজেলা থেকে সমবেত হয় ঝিনাইদহ শহরে। নেতাকর্মীদের গগনবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ঝিনাইদহ। শহরের অলিগলি দিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা সামিল হয় মুল মিছিলে। সকাল ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, আরাপপুর, চুয়াডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ড, মডার্ণমোড়, আদর্শপাড়া, হামদহ ও উজির আলী স্কুল এলাকাসহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল নিয়ে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রেসক্লাব থেকে উজির আলী স্কুল মাঠ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হাটের রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে শহরের হাটের রাস্তায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, কেন্দ্রীয় নেতা মীর রবিউল ইসলাম লাভলু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপপু, বিএনপি নেতা মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মাহবুবুর রহমান শেখর, আলমগীর হোসেন, শাহজাহান আলী, জিয়াউল ইসলাম ফিরোজ, জাহাঙ্গীর হোসেন, যুবদল নেতা আহসান হাবিব রণক, আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, ছাত্রদল নেতা সোমেনুজ্জামান, মুশফিকুর রহমান মানিক, শ্রমিক দল নেতা আবু বকর, টোকন জোয়ারদার, রুহুল আমিন পিকুল ও রেজাউল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট এম এ মজিদ বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুমতি দিতে হবে। নইলে পরবর্তী পরিস্থির জন্য এই সরকার দায়ী থাকবে। তিনি বলেন, সরকারের মন্ত্রীরা তলে তলে ঠিক থাকার কথা বললেও এই সরকারের তলা ফেটে পানি উঠতে শুরু করেছে। যে কোন সময় বঙ্গপোসাগরে ডুবে যাবে।

মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়াকে ‘গণতন্ত্রের মা’ ও দেশনেত্রী আখ্যায়িত করে

তার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবি সহ অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবি আদায়ে মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টায় কলেজ মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী বাস স্ট্যান্ড মোড়ে যেয়ে শেষ হয়।

এর আগে কলেজ মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিএনপির নেতা কর্মীরা। মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সেক্রেটারি ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন,জেলা বিএনপি সহ সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জাবেদ মাসুদ মিল্টন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করে।

এ সময় মাসুদ অরুন বলেন,’শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হবে।

অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। সরকার পতনের আন্দোলন এই মেহেরপুর থেকেই শুরু হবে। ‘